# দ্য ক্রেটান বুল

## অ্যাগাথা ক্রিস্টি

আশিক

আশিক

রূপান্তর :

রকিব হাসান

এরকুল পোয়ারো

# দ্য ক্রেটান বুল
# (The Cretan Bull)

## মূল : আগাথা ক্রিস্টি
## রূপান্তর : রকিব হাসান

প্রচ্ছদ ও কম্পোজ : মো: আশিকুর রহমান

# লেখক পরিচিতি

## আগাথা ক্রিস্টি

বিশ্ববিখ্যাত লেখক। জন্ম ইংল্যান্ডে, ১৮৯০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখক হিসেবে বিশ্বজুড়ে পাঠকনন্দিত। নাটকও লিখেছেন। তাঁর উপন্যাস থেকে বেশ কিছু চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে। তাঁর জন্মভূমি ইংল্যান্ড ও দেশের বাইরে থেকে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। অসংখ্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর বই। মৃত্যু ১২ জানুয়ারি ১৯৭৬।

## রকিব হাসান

রকিব হাসানের জন্ম কুমিল্লায়, ১৯৫০ সালে। তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪০০। অনুবাদ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত অনেক ক্লাসিক বই। ছোটদের জন্য লেখা ‘তিন গোয়েন্দা’ সিরিজ ভীষণ জনপ্রিয়। এই সিরিজের কিশোর মুসা রবিনকে নিয়ে প্রথমা প্রকাশনের জন্য লিখছেন ‘গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন’ সিরিজ। বেশ কিছু ভূতের বই ও সায়েন্স ফিকশনও লিখেছেন তিনি। প্রথমা থেকে বেরিয়েছে তাঁর ভূতের বই *ছায়া শহর* ও *হাতকাটা ভূত*।

# এক

চিন্তিত ভঙ্গিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে এরকুল পোয়ারো।

ফ্যাকাশে চেহারা। চোখা চিবুক। ধূসর-নীল চোখ। কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল। সুন্দর করে ছাঁটা টুইডের পোশাক, পুরোনো হয়ে গেছে। মলিন হ্যান্ডব্যাগ। বড় ঘরের মেয়ে, এখন অভাবে পড়েছে— ভাবল পোয়ারো।

কথা বলল ডায়না ম্যাবারলি, "জানি না, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন কি না," অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটার গলা। "এক বিচ্ছিরি অবস্থায় পড়েছি।"

"বলুন," কোমল গলা পোয়ারোর।

"কী করব বুঝতে পারছি না!"

"খুলে বলুন সব। হয়তো আমি বুঝতে পারব।"

ফ্যাকাশে গালে লালের ছোঁয়া লাগল মেয়েটার। "আমি এসেছি... বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে আমার। এক বছর হলো এনগেজমেন্ট হয়ে আছে। এখন আমাকে বিয়ে করতে চাইছে না ও," থেমে পোয়ারোর দিকে তাকাল ডায়না। "হয়তো ভাবছেন আমার মাথার ঠিক নেই।"

আস্তে মাথা নাড়ল পোয়ারো। "না, মাদমোয়াজেল। আপনি খুব বুদ্ধিমতী, দেখেই বুঝেছি। আমার নাম জানেন। প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়া মেটানোর কাজ করি না, এটাও জানেন। এরপরও যখন এসেছেন, নিশ্চয় অদ্ভুত কোনো ঘটনা ঘটেছে। ঠিক বলিনি?"

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। "এনগেজমেন্ট ভেঙে দিয়েছে হিউগ," স্পষ্ট গলায় বলল ও। "তার ধারণা, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। পাগলের বিয়ে করা উচিত নয়।"

সামান্য উঁচু হলো পোয়ারোর ভুরু। "আপনি কি সেটা মানেন না?"

"জানি না... মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ কে, বলুন? অল্পবিস্তর ছিট তো সব মানুষের মাথায়ই থাকে।"

"অনেকের তাই ধারণা।"

"কারও মানসিক অসুস্থতা খুব বেশি বেড়ে গেলে তাকে ধরে বন্দী করে

রাখতে হয়, এটাই নিয়ম।”

“আপনার মানুষটি কি সে অবস্থায় পৌঁছেনি এখনো?” সাবধানে জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

“হিউগের মধ্যে কোনোরকম গোলমালই দেখি না। বিন্দুমাত্র মানসিক বিকার নেই। শরীরে কোনো রোগ নেই। চোখ বুজে নির্ভর করা যায়... ”

“তাহলে নিজেকে পাগল ভাবছে কেন?” ডায়নার দিকে তাকাল পোয়ারো। “বংশে পাগলামির কোনো ইতিহাস আছে?”

মুখ তুলল ডায়না। “ওর দাদা পাগল হয়ে গিয়েছিল, শুনেছি। দাদার এক বোনও নাকি পাগল ছিল, তবে সেটাও বিশেষ কোনো ব্যাপার না। সব বংশেই এমন কেউ না কেউ থাকে— হয় অতি বুদ্ধিমান, কিংবা বোকা, কিংবা কিছু একটা। কী বোঝাতে চাইছি, বুঝতে পারছেন?”

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল পোয়ারো। নরম গলায় বলল, “আপনার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে, মাদমোয়াজেল।”

ঝট করে চিবুক তুলল ডায়না। “আমার জন্য দুঃখ করতে কে বলেছে আপনাকে? পারলে সাহায্য করুন।”

“কী করতে বলেন আমাকে?”

“জানি না... তবে আমি বলছি, কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছেই।”

“হিউগের ব্যাপারে সব খুলে বলবেন আমাকে?”

গড়গড় করে একনাগাড়ে বলে গেল ডায়না, “ওর পুরো নাম হিউগ চ্যান্ডলার। বয়স চব্বিশ। বাবা অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার। লাইড ম্যানরে বসবাস। এলিজাবেথের আমলে তৈরি হয়েছিল বাড়িটা, তখন থেকেই ওই বাড়িতে বাস করে আসছে চ্যান্ডলার পরিবার। বংশের সব পুরুষই সাগর-পাগল, নাবিক। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালির সঙ্গে পনেরোবার সাগরে বেরিয়েছিলেন বংশের প্রথম পুরুষ, স্যার গিলবার্ট চ্যান্ডলার। বংশের শেষ ছেলে হিউগ। বাপ-দাদার মতো সে-ও যোগ দিয়েছিল নেভিতে। যাওয়ার সময় খুশি হয়েই মত দিয়েছিলেন তার বাবা। তিনিই আবার জোর করে নেভি থেকে সরিয়ে এনেছেন ছেলেকে।”

“কবে?”

“বছরখানেক আগে। হঠাৎ করেই।”

“নেভিতে গিয়ে খুশি ছিল হিউগ?”

“পুরোপুরি।”

“বদনাম রটেছিল কোনো কারণে?”

“কার, হিউগের? কিচ্ছু না। ওর মতো ভালো মানুষ লাখে একটা মেলে না।”

“অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার কী বলেন?”

“কী বলব, তিনি মুখ খুলতে চাইছেন না,” থেমে থেমে বলল ডায়না। “চাপাচাপি করেছিলাম। দায়সারা একটা জবাব দিয়ে দিয়েছেন।”

“দায়সারা জবাবটা কী?”

“অনেক সম্পত্তি তাঁর। হিউগের নাকি এখন থেকেই দেখাশোনা করা দরকার। জর্জ ফ্রবিশারও বুঝে গেছেন, এটা কোনো কথাই না। অন্য কোনো ব্যাপার আছে।”

“জর্জ ফ্রবিশার কে?”

“কর্নেল ফ্রবিশার। অ্যাডমিরালের পুরোনো বন্ধু, হিউগের ধর্মপিতা। বেশির ভাগ সময় ম্যানরে কাটান।”

“হিউগকে নেভি থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে কর্নেল কী বলেন?”

“তিনিও অবাক। বুঝতে পারছেন না কিছু। পারছে না কেউই।”

“হিউগ চ্যান্ডলার নিজেও না?”

চুপ করে রইল ডায়না। কী বলবে, ভাবছে।

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল পোয়ারো। তারপর বলল, “প্রথমে হয়তো অবাক হয়েছিল, বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন? কিছুই বুঝতে পারছে না? কিচ্ছু না?”

অনিশ্চিত শোনাল ডায়নার গলা, “ও বলেছে... হপ্তাখানেক আগে, ওর বাবা নাকি ঠিক কাজই করেছেন। এ ছাড়া নাকি আর কোনো উপায় ছিল না।”

“কেন, জিজ্ঞেস করেছেন?”

আবার মিনিটখানেক নীরবতা। কী যেন ভাবল পোয়ারো। তারপর বলল, “আচ্ছা, আপনাদের ওদিকে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে? এই বছরখানেক ধরে? স্থানীয় লোকের মাঝে আলোড়ন তুলছে, এমন কিছু?”

ভুরু কোঁচকাল ডায়না। "তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না।"

"ভেবে দেখুন। অস্বাভাবিক যেকোনো ঘটনা।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ডায়না। "নাহ্, তেমন কিছু ঘটেনি। তবে..."

"কী?"

"ওই আর কী! গেঁয়ো চাষিদের খেতে-খামারে তো কত কিছুই ঘটে। হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য করেছে কেউ।"

"কী করেছে?"

"কয়েকটা ভেড়ার গলা কেটে ফেলে রেখেছিল। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। ভেড়াগুলো এক চাষির। পুলিশের ধারণা, কোনো কারণে তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে কেউ।"

"খুনিকে ধরতে পারেনি পুলিশ?"

"না," ক্ষুব্ধ শোনাল ডায়নার গলা। কিন্তু এসব জেনে... "

হাত তুলে বাধা দিল পোয়ারো। "কারণ আছে বলেই জানতে চাইছি। আচ্ছা, ডাক্তার দেখিয়েছে হিউগ?"

"না।"

"কেন?"

"ডাক্তার দেখতে পারে না ও," ডায়নার কণ্ঠে দ্বিধা।

"ওর বাবা নিয়ে গেলেন না?"

"ডাক্তারের ওপর তাঁরও ভক্তি নেই। পয়সার জন্য নাকি ফাঁদ পেতে বসে থাকে সব ডাক্তার। রোগ সরানোর নাম নেই, কাজের বেলায় ঠনঠন।"

"অ্যাডমিরালের মানসিক অবস্থা কেমন? ভালো?"

"হঠাৎ করে বয়স অনেক বেড়ে গেছে তাঁর। বিশেষ করে..."

"গত এক বছরে?"

"হ্যাঁ। শেষ হয়ে গেছেন। অ্যাডমিরাল নয়, তাঁর ছায়াটাই যেন আছে শুধু।"

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পোয়ারো। বলল, "ছেলের এনগেজমেন্টে তাঁর সায় ছিল?"

"হ্যাঁ, ছিল। পাশাপাশি বাড়ি আমাদের। চ্যান্ডলারদের মতোই অনেক পুরুষ ধরে আমরাও আছি ওই গাঁয়ে। খুব খুশি হয়েই বিয়েতে মত

দিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল।”

“এখন কী বলেন?”

“পরশু সকালে দেখা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে,” সামান্য কেঁপে উঠল ডায়নার গলা। “অ্যাডমিরালের মন খুব খারাপ। আমার একটা হাত ধরে বললেন : তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি, মা। তবে ছেলেটা ঠিক কাজই করেছে। এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তার।”

“কোনো উপায় না দেখে শেষে আমার কাছে এসেছেন?” পোয়ারো জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল ডায়না। প্রায় কেঁদে ফেলল। “আপনি... আপনি কিছু করতে পারবেন না?”

“জানি না,” জবাব দিল পোয়ারো। “তবে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি। আসলে কী ঘটছে, দেখে আসতে পারি।”

# দুই

চমৎকার স্বাস্থ্য হিউগ চ্যান্ডলারের। এতখানি ভালো আশা করেনি পোয়ারো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। বিশাল বুকের ছাতি। মাথাভর্তি সোনালি চুল। সুপুরুষ।

পোয়ারোকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরেছে প্রথমে ডায়না। বাড়ি পৌঁছেই ফোন করেছে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারকে। জানিয়েছে, একজন বন্ধুকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

লাইড ম্যানরে পৌঁছে দেখল পোয়ারো, তাদের জন্য চা তৈরি। চত্বরে অপেক্ষা করছে তিনজন। একজন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার। মাথার চুল সাদা। আসলের চেয়ে বেশি দেখাচ্ছে বয়স। চাপ দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন চওড়া দুই কাঁধ। গভীর চিন্তামগ্ন কালো চোখের তারা।

দ্বিতীয়জন কর্নেল ফ্রবিশার, অ্যাডমিরালের ঠিক উল্টো। হালকা-পাতলা ছোট্ট শরীর। ঠেলে বেরিয়ে আছে হাতের রগ, গলার রগ। লালচে চুল, চাঁদির কাছে ধূসর ছাপ পড়েছে। সাপের চোখের মতো ঠান্ডা একজোড়া চোখ, তীব্র শীতল চাহনি। কাউকে লক্ষ করতে হলে ভুরুজোড়া কুঁচকে গলাটা সামান্য সামনে বাড়িয়ে দেন। এঁরই পাশে বসল পোয়ারো।

চা খেতে খেতে কর্নেল ফ্রবিশারের দিকে তাকাল আবার পোয়ারো।

"খুব সুন্দর, না?" নিচু গলায় বললেন কর্নেল। সামনে ঝুঁকে এসেছেন। এক হয়ে মিশে গেছে ভুরুজোড়া।

মাথা ঝাঁকাল পোয়ারো। টেবিলের ওপাশে বসেছে অন্য তিনজন। সৌজন্য বজায় রেখে নিচু স্বরে কথা বলছে।

বিড়বিড় করল পোয়ারো, "খুব সুন্দর! খুব! দেখলেই পোসাইডনকে উৎসর্গ করা ষাঁড়ের কথা মনে আসে! সত্যিকারের একজন পুরুষ!"

"পেটানো স্বাস্থ্য, তাই মনে হয় না?" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্নেল ফ্রবিশার। আড়চোখে তাকালেন একবার পোয়ারোর দিকে। শীতল চাহনি স্থির হলো বিশাল একজোড়া গোঁফের ওপর। হঠাৎ বললেন, "আপনি কে, আমি জানি।"

“জানবেনই। আমি ছদ্মবেশে আসিনি,” নির্লিপ্ত গলা পোয়ারোর।

মিনিটখানেক চুপচাপ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, “মেয়েটা আপনাকে আনতেই গিয়েছিল, না? ওই কারণেই?”

“কোন কারণে?”

“হিউগ...” বলতে গিয়েও থেমে গেলেন ফ্রবিশার। “নতুন করে আর বলব কী? সবই তো জেনেছেন। কিন্তু আপনার কাছে গেল কেন মেয়েটা?... লাইনে পড়ে না। বরং একজন ডাক্তার ডেকে আনলেই ভালো করত।”

“কেন, আমি কি কোনো অন্যায়...”

“না না, সে কথা না। বলছিলাম কী, আপনি কী করতে পারেন এ ব্যাপারে। আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিতে গেল কেন?”

“মিস ম্যাবারলি,” বলল পোয়ারো, “সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নন।”

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন কর্নেল। “তা ঠিক। কোনো ব্যাপারেই সহজে হাল ছাড়ে না সে। তবে এবার বোধ হয় আর কোনো উপায় নেই...” হঠাৎই বড় বেশি ক্লান্ত মনে হলো তাঁকে।

কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামাল পোয়ারো। “আচ্ছা, শুনলাম, ওদের বংশে পাগলামির একটা ইতিহাস আছে?”

মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। “হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। দু’-এক পুরুষ পরপরই নাকি ধরে। হিউগের দাদাকেও ধরেছিল।”

চট করে একবার ওপাশে বসা চারজনের দিকে তাকিয়ে নিল পোয়ারো। জমিয়ে রেখেছে ডায়না। হাসছে অনবরত। যোগ দিয়েছে অন্য দু’জন। নিজেদের নিয়েই মগ্ন। দুনিয়ার আর কোনো খেয়ালই নেই।

“রোগ কতখানি মারাত্মক হয়?” মৃদুস্বরে জানতে চাইল পোয়ারো।

“যথেষ্ট। ওর দাদার কথাই ধরুন না। প্রথম বয়সে ভালোই ছিলেন। তিরিশের পর শুরু হলো পাগলামি। বাড়তে লাগল। বুঝতে পেরে এড়িয়ে চলতে শুরু করল লোকে। শেষে ঘরে বন্দী করে রাখতে হলো তাঁকে,” কাঁধ ঝাঁকালেন ফ্রবিশার। “বেচারা! মারা গেছেন বদ্ধ পাগল অবস্থায়।” থামলেন। তারপর বললেন, “পাগল হয়েও অনেক দিন বেঁচে ছিলেন তিনি। বৃদ্ধ হয়ে তবে মারা গেছেন। সে ভয়ই করছে হিউগ। এ জন্যই হয়তো ডাক্তার দেখাতে চায় না। ঘরে বন্দী হয়ে বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।”

“অ্যাডমিরাল কী বলেন?” জানতে চাইল পোয়ারো।

“কী আর বলবে! একেবারে ভেঙে পড়েছে।”

“ছেলেকে খুব ভালোবাসেন, না?”

“ছেলেটা তার প্রাণ। হিউগের দশ বছর বয়সে ওর মা মারা গেছে, নৌকা ডুবে। সেই থেকে ছেলেকে নিয়েই বেঁচে আছে চার্লস।”

“স্ত্রীকে খুব বেশি ভালোবাসতেন অ্যাডমিরাল, না?”

“ভালোবাসত কী, পূজা করত। সবাই পূজা করত তাকে। মহিলা... মহিলা খুব সুন্দরী ছিল। এত সুন্দর মেয়ে মানুষ আর আমি দেখিনি,” থামলেন কর্নেল। হঠাৎ মুখ তুললেন, “তার ছবি দেখতে চান?”

“দেখালে নিশ্চয় দেখব।”

পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। জোরে জোরে বললেন, “চার্লস, মসিয়ে পোয়ারোকে কয়েকটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। ভক্ত পেয়ে গেছি একজন।”

একটা হাত সামান্য একটু তুললেন শুধু অ্যাডমিরাল।

খোয়া বিছানো পথ ধরে এগিয়ে চললেন কর্নেল। অনুসরণ করল পোয়ারো। ফিরে তাকাল একবার। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে ডায়না। হিউগও মাথা ঘুরিয়ে তাকাল।

কর্নেলের পেছন পেছন একটা ঘরে এসে ঢুকল পোয়ারো। আবছা অন্ধকার। রোদের আলো থেকে এসে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে সয়ে এলো চোখ। জিনিসপত্রে ঠাসা একটা ঘরে এসে ঢুকেছে।

পথ দেখিয়ে পোয়ারোকে ছবির গ্যালারিতে নিয়ে এলেন কর্নেল। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে অসংখ্য ছবি। বড় বড় ফ্রেমে বাঁধানো আছে চ্যান্ডলার পরিবারের সবার ছবি, আলাদা আলাদা। তাদের বেশির ভাগই মৃত। পুরুষদের গম্ভীর চেহারা, পরনে নাবিকের পোশাক। মেয়েরা সুন্দরী। মখমলের পোশাক আর মণিমুক্তার গয়নায় ছেয়ে আছে দেহ।

গ্যালারির শেষ মাথায় একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল। বললেন, “অরপেনের আঁকা।”

দেখল পোয়ারো। লম্বা এক মহিলা। একটা গ্রে-হাউন্ড কুকুরের কলার ধরে রেখেছে। মাথাভর্তি সোনালি চুল। হাসিখুশি চেহারা।

"ছেলেটা এক্কেবারে মায়ের মতো দেখতে," বললেন ফ্রবিশার। "কী বলেন?"

"অনেকটা।"

"হ্যাঁ, কিছু কিছু জিনিস অবশ্য পায়নি। তবে চুল, চাহনি, হাসিখুশি মুখের আদল ঠিক মায়ের মতো। বাপের কুলের কিছুই পায়নি, একটা জিনিস ছাড়া। ওটা না পেলেই ভালো হতো..." থেমে গেলেন কর্নেল।

নীরব ঘর। কেমন এক বিষণ্ণতা ঘরের আবহাওয়ায়।

মুখ ফিরিয়ে কর্নেলের দিকে তাকাল পোয়ারো। এখনো ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্রবিশার।

মৃদুকণ্ঠে পোয়ারো বলল, "ওঁকে খুব ভালোরকম চিনতেন..."

ঝট করে চোখ ফেরালেন কর্নেল। "চিনতাম। একসঙ্গেই মানুষ হয়েছি আমরা। আমি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে ভারতে চলে গেলাম। ওর তখন ষোলো বছর বয়স। যখন ফিরে এলাম, চার্লসের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে।"

"মিসেস চ্যান্ডলারকেও কি ছেলেবেলা থেকেই চেনেন?"

"হ্যাঁ। আমার সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু, সবচেয়ে প্রিয়।"

"বিয়ের পর ওদের সঙ্গে দেখা হতো আপনার?"

"হতো। ছুটিতে এলে বেশির ভাগ সময় এ বাড়িতেই কাটাতাম। আমার জন্য সব সময় একটা ঘর তৈরি করে রেখে দিত ক্যারোলিন..." কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। গলা বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। "ক্যারোলিন মারা গেল। কিন্তু আমি এ বাড়ি ছাড়তে পারলাম না..."

আবার নীরবতা। আরও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে ঘরের আবহাওয়া।

"কিছু ভাবছেন?" জিজ্ঞেস করল পোয়ারো।

যেন চমকে গিয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন ফ্রবিশার। কাছাকাছি চলে এলো ভুরুজোড়া। "আমি কিছু ভাবছি কি না, সেটা আমার ব্যাপার। এখনো বুঝতে পারছি না, আপনাকে কেন আনল মেয়েটা। আপনি কী সাহায্য করতে পারবেন।"

কর্নেলের কথায় কান না দিয়ে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, "ডায়নার সঙ্গে হিউগের বিয়ে ভেঙে গেছে, শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"কারণ জানেন?"

রুক্ষ শোনাল কর্নেলের গলা, "জানতে চাই না। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। ওদের ব্যাপার ওরা ভালো বোঝে। আমার নাক গলানো উচিত নয়।"

"ডায়নাকে বলেছে হিউগ," পোয়ারো বলল, "তাদের বিয়ে হবে না। কারণ, সে নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছে।"

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কর্নেলের কপালে। "এসব নিয়ে আর আলোচনা না করলেই কি নয়? আপনি কী করতে পারবেন? হিউগ ঠিকই করেছে। দোষটা তার নয়, তার কপালের। ভয়ানক রোগের বীজ ঢুকে পড়েছে মগজে—এটা বোঝার পর আর কী করতে পারত সে?"

"আমি যদি প্রমাণ করতে পারি..."

"কী আর প্রমাণ করবেন? আমিই তো বললাম।"

"আপনি বললেন? কই, কিছুই তো বলেননি।"

"ওসব নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না আপনার সঙ্গে।"

"অ্যাডমিরাল ছেলেকে জোর করে নেভি থেকে ছাড়িয়ে আনলেন কেন, বলতে বাধা আছে?"

"কারণ, এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।"

"কেন?"

হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কর্নেল। কিছু বললেন না।

কর্নেলকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপনমনে বলার ভান করে বিড়বিড় করল পোয়ারো, "এসবের সঙ্গে ভেড়া খুনের কোনো সম্পর্ক..."

"ও! তা-ও শুনেছেন!" রাগ প্রকাশ পেল ফ্রবিশারের গলায়।

"ডায়না বলেছে।"

"বড় বেশি কথা বলে মেয়েটা!"

"ভেড়া খুনের সঙ্গে পাগলামির সম্পর্ক আছে, তা কিন্তু বলেনি।"

মুখ ফসকে বলে ফেললেন কর্নেল, "জানলে তো বলবে।"

"কী জানলে?"

"আপনার মতো এত নাছোড়বান্দা লোক জীবনে দেখিনি!" বিড়বিড় করলেন কর্নেল। মাথা নাড়লেন এদিক-ওদিক। একমুহূর্ত ভাবলেন কী যেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, শুনতেই যখন চান, বলছি। তবে কোনো লাভ

হবে বলে মনে হয় না... এক রাতে একটা শব্দ কানে এলো চার্লসের। ও ভাবল, কোনো চোর-ছেঁচোড় ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। দেখতে বেরোল। ছেলের ঘরের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। ভেতরে ঢুকল চার্লস। বিছানায় পড়ে আছে হিউগ। বেহুঁশ। কাপড়-চোপড়ে রক্ত। বেসিনে রক্ত। ছেলেকে জাগাল না চার্লস। পরদিন সকালে জানা গেল, কয়েকটা ভেড়া মরে পড়ে আছে গাঁয়ের পথে। গলা কেটে মারা হয়েছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করল চার্লস। কিছুই বলতে পারল না হিউগ, কিছুই মনে করতে পারল না। অথচ তার জুতোয় রক্ত আর কাদা লেগে ছিল। তার ঘরের দরজার সামনে জুতোর ছাপ, কাদা-রক্ত মেশানো। রক্ত কোথা থেকে এলো, কিছুই বলতে পারল না ছেলেটা। বেচারা!" থামলেন ফ্রবিশার।

চুপ করে রইল পোয়ারো।

"আমার কাছে ছুটে এলো চার্লস," আবার বললেন কর্নেল। "ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। কী করা যায়, কী করা যায়? কোনো উপায় বের করতে পারলাম না। তিন রাত পর আবার ঘটল একই ঘটনা। হিউগকে আর চাকরিতে যেতে দিল না তার বাপ। চোখে চোখে রাখল। কী, কোনো অন্যায় করেছে চার্লস?"

জবাব দিল না পোয়ারো। জিজ্ঞেস করল, "তারপর? তারপর কী ঘটল?"

ফাৎ করে জ্বলে উঠল ফ্রবিশার। "আপনার আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না। বিয়ে ভেঙে দিয়ে ঠিক কাজ করেছে হিউগ। তার ব্যাপার তার চেয়ে বেশি বোঝেন না আপনি।"

কর্নেলের শেষ কথাটা মানতে পারল না পোয়ারো। কিছু কিছু ব্যাপার কেউ তার চেয়ে বেশি বোঝে, মোটেও মানতে রাজি নয় সে।

# তিন

হলে ফিরে এলো দু'জন।

ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। বাইরের উজ্জ্বল আলোর পটভূমিকায় লম্বা একটা মূর্তি। রুক্ষ স্বরে, নিচু গলায় বললেন, "এই যে, আপনারা এখানে। মসিয়ে পোয়ারো, আমার স্টাডিতে একটু আসুন। কথা আছে।" কথাটায় কিছুটা আদেশের সুর। মহা অপরাধ করে ফেলেছে যেন এক নাবিক। ধরে তাকে কোয়ার্টারে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এমনি হাবভাব অ্যাডমিরালের।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ফ্রবিশার। অন্য সময় হলে কী করত পোয়ারো, জানে না, হয়তো কঠিন জবাব দিত, কিন্তু এখন সে তদন্ত করতে এসেছে। অ্যাডমিরালকে রাগিয়ে দিলে কাজের অসুবিধা হবে। হয়তো ওকে চলে যেতে বলবেন অ্যাডমিরাল। তাই মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে অনুসরণ করল অ্যাডমিরালকে।

স্টাডিতে ঢুকে বড় একটা ইজিচেয়ার দেখিয়ে পোয়ারোকে বসতে ইঙ্গিত করলেন অ্যাডমিরাল। অন্যটায় বসলেন নিজে। চোখে-মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। সেটা ভেঙে পড়ার কারণে, না অন্য কিছু, বোঝার চেষ্টা করছে পোয়ারো।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যাডমিরাল। ভারী গলায় বললেন, "বেচারি ডায়না! দিশেহারা হয়ে পড়েছে একেবারে। শেষে আপনাকে গিয়ে ডেকে আনল। কিন্তু মসিয়ে পোয়ারো, এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের কারও নাক গলানোটা পছন্দ না আমার।"

"আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি," গলায় সহানুভূতি ঢালল পোয়ারো।

"ডায়না বিশ্বাস করবে কী করে? আমিই পারিনি প্রথমে। এখনো পারছিনা। কিন্তু জানি তো..." থেমে গেলেন অ্যাডমিরাল।

"থামলেন কেন? বলুন। কী জানেন?"

"ওই অভিশাপ আমাদের রক্তে।"

“কোন অভিশাপ?”

“মানসিক রোগ।”

“মানে?”

“আমি মানসিক রোগের কথা বলছি।”

“জেনেও এনগেজমেন্টে রাজি হলেন কেন?”

“তখন কি আর জানতাম! চেহারা, স্বভাব, সব ওর মায়ের মতো,” একটু যেন লাল হলো অ্যাডমিরালের গাল। “বাপের কুলের কিছুই নেই চেহারায়। তারপর হঠাৎ দেখা দিল অসুখটা।”

মোলায়েম গলায় পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, “ডাক্তার দেখাননি?”

গর্জে উঠলেন অ্যাডমিরাল। “ডাক্তার! ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে? কী করবে ওরা? একগাদা ওষুধ গেলাবে। ছেলেটাকে ধরে জানোয়ারের মতো বন্দী করে রাখবে। ব্যস, ক্ষমতা শেষ ওদের।”

“এখানে সে নিরাপদ? মানে, ওকে অন্তত ঘরে আটকে থাকতে হচ্ছে না। কিন্তু বাকি সবাই কি নিরাপদ?”

“কী বলতে চান?”

জবাব দিল না পোয়ারো। স্থির তাকিয়ে রইল অ্যাডমিরালের কালো চোখের তারার দিকে।

তিক্ত গলায় অ্যাডমিরাল বললেন, “চোরের মন পুলিশ পুলিশ। আপনি কি এখানেও ক্রিমিনাল খুঁজছেন? আমার ছেলে ক্রিমিনাল নয়, মসিয়ে পোয়ারো।”

“এখনো নয়।”

“এখনো নয় মানে?”

“খুনখারাবি আরও বাড়তে পারে। ভেড়ার...”

“কে বলেছে আপনাকে?”

“ডায়না ম্যাবারলি। আপনার বন্ধু কর্নেল ফ্রবিশার।”

“জর্জের অন্তত মুখ বন্ধ রাখা উচিত ছিল।”

“উনি আপনার অনেক পুরোনো বন্ধু?”

“এবং আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু,” রুক্ষ শোনাল অ্যাডমিরালের গলা।

“আপনার স্ত্রীরও বন্ধু ছিলেন উনি, তাই না?”

হাসলেন অ্যাডমিরাল। দুঃখের হাসি। "হ্যাঁ। একসঙ্গে বড় হয়েছে ওরা। হয়তো প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল একে অন্যের। জর্জ তো আর জীবনে বিয়েই করল না। আমি ক্যারোলিনাকে বিয়ে করে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। টিকল না। সুখ টিকল না আমার কপালে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যাডমিরাল। ঝুলে পড়ল তাঁর দুই কাঁধ।

"আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর সময় কর্নেল ছিলেন আপনাদের সঙ্গে?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"ঠিক সঙ্গে বলব না। আমাদের সঙ্গে কর্নওয়ালে গিয়েছিল সে। সেদিন আমি আর ক্যারোলিন নৌকা নিয়ে বেরোলাম, বাড়িতেই রয়ে গেল জর্জ। নৌকাটা পুরোনো ছিল। কিন্তু তলায় ফাটল ধরেছে, বেরোনোর সময় খেয়াল করিনি। হঠাৎ বদলে গেল বাতাস। ঝড় উঠল উপসাগরে। ঢেউয়ের ধাক্কায় বড় হয়ে গেল ফাটল, হুড়মুড় করে পানি উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে তলিয়ে গেল নৌকা। দু'হাতে ওকে তুলে ধরে রেখেছি, যতক্ষণ পেরেছি। কিন্তু সাঁতার জানত না তো, কতক্ষণ আর..." থেমে গেলেন অ্যাডমিরাল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "দু'দিন পর, ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে এসে ঠেকল লাশ। কপাল ভালো, হিউগকে সেদিন সঙ্গে নিইনি। তখন তাই মনে করেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, নিয়ে গেলেই বোধ হয় ভালো করতাম। তিলে তিলে শেষ হওয়ার চেয়ে সে-ই হয়তো ভালো ছিল..." বুক ভেঙে আবার বেরোল হতাশায় ভরা দীর্ঘশ্বাস।

চুপ করে রইল পোয়ারো।

"আমরাই শেষ চ্যান্ডলার, মসিয়ে পোয়ারো," বললেন অ্যাডমিরাল। "আমরা বাপ-বেটা মরে গেলে আর কোনো চ্যান্ডলার থাকবে না লাইড ম্যানরে। ডায়নার সঙ্গে হিউগের এনগেজমেন্ট হলো, কী খুশিই না হয়েছিলাম। হায়রে কপাল। কী কপাল নিয়েই না জন্মেছি আমি, চার্লস চ্যান্ডলার। হুঁহ্!"

# চার

গোলাপ বাগানে বসে আছে পোয়ারো। পাশে আরেকটা চেয়ারে হিউগ চ্যান্ডলার। ডায়নাও ছিল, এইমাত্র উঠে গেছে।

হিউগের সুন্দর চেহারায় কালিমা। উদ্বিগ্ন। "ওকে আপনি বোঝান, মসিয়ে পোয়ারো।"

মিনিটখানেক চুপচাপ দু'জনই। তারপর আবার বলল হিউগ, "কিছুতেই হাল ছাড়বে না ডায়না, আমি জানি। ওর ধারণা, আমি পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু বাস্তবকে স্বীকার করাটাই কি উচিত নয়?"

"কখন বুঝতে পারলেন, আপনি মানসিক রোগী?"

ঠোঁট বাঁকাল হিউগ। "ঠিক বলতে পারব না। তবে ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যাচ্ছে অবস্থা, বুঝতে পারছি। ডায়না তো আমার সুস্থ রূপ দেখেছে, অসুস্থতা দেখেনি। দেখলে বুঝত।"

"কী বুঝত?"

"কতখানি নিচে নেমে যাই," জোরে শ্বাস টানল হিউগ। "মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি আমি, রোগটা বেড়ে গেলে। পাগলামি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গত রাতে উঠেছিল। নিজেকে মনে হলো খেপা ষাঁড়... মানুষকে তেড়ে যাচ্ছি... মুখে রক্তের স্বাদ, রক্ত আর বালু... তারপরেই মনে হলো, কুকুর হয়ে গেছি আমি... পাগলা কুকুর। বাচ্চাদের দিকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেলাম... ভয় পেয়ে ছুটে পালাল ওরা... লাঠি নিয়ে তাড়া করল লোকে, পেটানো শুরু করল... একজন এক গামলা পানি ছুঁড়ে মারল আমার গায়ে... ভীষণ তেষ্টা... গলা শুকিয়ে কাঠ..." থামল সে। "ঘুম ভেঙে গেল। সত্যিই, শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে গলা। কণ্ঠনালির ভেতরটা সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে যেন কেউ। টলতে টলতে বেসিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখে তুললাম। কী বলব, মসিয়ে পোয়ারো, গলা দিয়ে নামতে চাইল না পানি। ঢোঁকই গিলতে পারছিলাম না..."

আপনমনেই বিড়বিড় করে কী বলল পোয়ারো, বোঝা গেল না।

হাঁটুর ওপর হিউগের দুই হাত, মুঠোবদ্ধ। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে

এসেছে মাথা। আধবোজা চোখ, যেন কিছু একটাকে এগিয়ে আসতে দেখছে। বলে গেল সে, "মাঝেমধ্যে জেগে থেকেও দুঃস্বপ্ন দেখি আমি। বিচিত্র, বিকট সব আকৃতি ঘুরে বেড়ায় চোখের সামনে। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসে। কখনো মনে হয় বাতাসে উড়ছি আমি। হালকা, ঘুড়ি হয়ে যায় যেন শরীরটা। আমার পাশেই উড়ে বেড়ায় ভয়াবহ সেই আকৃতিগুলো।"

হিউগের জন্য দুঃখ হলো পোয়ারোর। সত্যিই, বড় বেশি ভুগছে বেচারা।

পোয়ারোর দিকে ফিরল হিউগ। কোনো সন্দেহ নেই, মসিয়ে পোয়ারো, আমি রোগী। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঠিক সময়ে বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। ডায়নাকে বিয়ে করে ফেলার আগেই। যদি বিয়েটা হয়ে যেত, বাচ্চাকাচ্চা হয়ে যেত আমাদের!"

পোয়ারোর বাহুতে হাত রাখল হিউগ। "ওকে বোঝান আপনি, মসিয়ে পোয়ারো। আমাকে ভুলে যেতে বলুন। অন্য কাউকে ভালোবাসতে বলুন। ওকে পেলে বর্তে যাবে এমন অনেক ছেলে আছে গাঁয়ে। স্টিভ গ্রাহামের কথাই ধরুন না, ডায়নার জন্য পাগল। মানুষও খুব ভালো। ওকে বিয়ে করলে সুখীই হবে ডায়না। ওর ভালো দেখতে চাই আমি। স্টিভের আর্থিক অবস্থা ভালো না, ডায়নারও না। কিন্তু ক্ষতি নেই। আমি গেলেই আর কোনো অভাব থাকবে না ওদের।"

অনেকক্ষণ পর কথা বলল পোয়ারো, "আপনি গেলে ওদের অভাব থাকবে কেন?"

হাসল হিউগ। নিষ্পাপ, সুন্দর হাসি। বলল, আমার মায়ের নামে অনেক সম্পত্তি আছে। আমি পাব। সব দিয়ে যাব ডায়নাকে।"

"অ!" চেয়ারে আবার হেলান দিয়ে বসল পোয়ারো। "কিন্তু আপনি কত দিন বাঁচবেন, তার কি কোনো ঠিক আছে? দাদার মতো আয়ু পেলে তো বুড়ো হয়ে মরবেন।"

জোরে জোরে মাথা নাড়ল হিউগ। তীক্ষ্ণ হলো কণ্ঠস্বর, "না, মসিয়ে পোয়ারো। এই রোগ নিয়ে বুড়ো হতে চাই না আমি।"

হঠাৎ চমকে উঠল হিউগ। থরথর করে কেঁপে উঠল। "মাই গড! দেখুন দেখুন!" পোয়ারোর কাঁধের ওপর দিয়ে কী যেন দেখছে সে। কুঁচকে এক হয়ে মিশে গেছে ভুরুজোড়া। "ওই যে... আপনার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে...

একটা কঙ্কাল, খটাখট বাড়ি খাচ্ছে হাড়ে হাড়ে... আমাকে ডাকছে... যেতে বলছে...”

কড়া রোদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল হিউগ, ঘোলাটে দৃষ্টি। ধীরে ধীরে কাত হয়ে গেল একপাশে। পড়তে পড়তেও সামলে নিল নিজেকে। পোয়ায়োর দিকে ফিরল আবার। শিশুর মতো সরল গলায় জানতে চাইল, “আপনি কিছু দেখেননি, না?”

আস্তে করে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

“ওসব কঙ্কাল-ফঙ্কাল দেখে আর এত ভয় পাই না এখন,” খসখসে হয়ে উঠল হিউগের গলা। বেশি ভয় রক্তকে। ঘরে রক্ত... কাপড়ে রক্ত... জানেন, আমাদের একটা তোতা ছিল। একদিন সকালে আমার ঘরে পড়ে থাকতে দেখলাম পাখিটাকে। গলা কাটা। নিজে পড়ে আছি বিছানায়। হাতে ক্ষুর, রক্ত লাগা।”

পোয়ারোর দিকে ঝুঁকে এলো হিউগ। “অনেক প্রাণীই খুন হচ্ছে ইদানীং,” ফিসফিস করে বলল সে। “এ গাঁয়ের সবখানেই ঘটছে এই কাণ্ড। ভেড়া, ভেড়ার বাচ্চা, এমনকি একটা কুকুরও মরেছে। রাতে আমার ঘরের দরজায় তালা আটকে রাখেন বাবা। কিন্তু কখনো কখনো সকালে উঠে দরজা খোলা দেখি। নিশ্চয় আরেকটা চাবি আছে আমার কাছে। কোথাও লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু কোথায়, মনে করতে পারি না। মনে হয়, যেন আমি নই, রাতের অন্ধকারে অন্য কেউ এসে আমার ভেতরে, আমাকে দিয়ে এসব খারাপ কাজ করায়। রক্তের নেশায় নিশ্চয় দানব হয়ে যাই তখন। তেষ্টা পায়, কিন্তু পানি ঢোকে না গলা দিয়ে। রক্ত...” থেমে গেল সে। মুখ ঢাকল দু’হাতে।

দীর্ঘ দুটো মিনিট পেরিয়ে গেল। পোয়ারো বলল, “বুঝতে পারছি না, ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন!”

“বুঝতে পারছেন না?” মাথা নাড়ল হিউগ। “গায়ে-গতরে তাগড়া জোয়ান আমি। বেঁচে থাকব হয়তো অনেক দিন। মানসিক রোগের হাসপাতালের কেবিনের নামে আসলে খোঁয়াড়ে ভরে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইবেন ডাক্তাররা। সে আমি সইতে পারব না। তার চেয়ে নিজের পথ নিজেই বেছে নেব। কত উপায়ই তো আছে... ধরুন, বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে একদিন... খুব দুঃখ পাবে ডায়না, জানি... আস্তে আস্তে সয়েও নেবে...”

হিউগের কথায় কান দিল না পোয়ারো। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "খাওয়াদাওয়া কী করেন?"

হেসে ফেলল হিউগ। "উল্টোপাল্টা খেয়ে বদহজম হয়, আর তাতে দুঃস্বপ্ন দেখি, এই তো বলতে চান?"

কিন্তু পোয়ারো হাসল না। গম্ভীর স্বরে আবার জিজ্ঞেস করল, "যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দিন, প্লিজ। খাওয়াদাওয়া কী করেন?"

"আর সবাই যা খায়।"

"কোনো বিশেষ ওষুধ? কোনো বড়িটড়ি?"

"নাহ্, ওসব কিচ্ছু না। কেন?"

হিউগের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল পোয়ারো। এ বাড়ির কারও চোখের অসুখ আছে?"

পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে আছে হিউগ। "বাবার আছে। প্রায়ই চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হয়।"

"হুঁ!" একটা মুহূর্ত কিছু ভাবল পোয়ারো। জিজ্ঞেস করল, "কর্নেল ফ্রবিশার ভারতে অনেক দিন কাটিয়েছেন, না?"

"হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন বহুদিন। ভারতের জঙ্গলে বাঘ শিকার করেছেন, পাহাড়ে আদিবাসীদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন। প্রায়ই সেসব গল্প করেন। শুনতে ভালোই লাগে।"

"হুঁ!" মাথা ঝাঁকিয়ে আবার কিছু ভাবল পোয়ারো। হিউগের গালের দিকে তাকিয়ে আছে স্থিরদৃষ্টিতে। বলল, "অনেকখানি কেটে গেছে। কী করে কাটলেন?"

গালের কাটা জায়গায় আঙুল বোলাল হিউগ। "হ্যাঁ, বেশিই কেটেছে। শেভ করছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক দিলেন বাবা। চমকে উঠলাম। ক্ষুর বসে গেল। আজকাল সামান্যতেই খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। সামান্য কারণেই চমকে উঠি।"

"গলায় গোটা গোটা কী যেন দেখা যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। ঘামাচির মতো গোটা। তবে ঘামাচি নয়। কেটে-ছড়ে গেলে জ্বালা করে। শেভ করতে কষ্ট হয়।"

"কোনো ধরনের ক্রিম-টিম মাখেন না? জ্বালা কমানোর কোনো কিছু?"

আবার হেসে উঠল হিউগ। "মেয়ে মানুষের মতো মেকআপের আলোচনায় এসে পড়লাম শেষে। খাওয়াদাওয়া, ওষুধ-বড়ি, চোখের অসুখ, শেষে ক্রিম... হ্যাঁ, ক্রিম একটা লাগাই। গোটাগুলো দেখে জর্জ চাচা দিয়েছেন।" পোয়ারোর দিকে তাকাল ও। "আচ্ছা, এসব জেনে কী হবে বলুন তো?"

"ডায়নার উপকার হবে," শান্তকণ্ঠে জবাব দিল পোয়ারো। "হয়তো ওকে সাহায্য করতে পারব।"

হাসি মুছে গেল হিউগের চেহারা থেকে। আলতো করে একটা হাত রাখল পোয়ারোর বাহুতে গলা বাড়িয়ে পোয়ারোর কানের কাছে নিয়ে এলো মুখ। "তাই করুন, মসিয়ে পোয়ারো। আমাকে ভুলে যেতে বলুন। বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে বলুন। সেটাই ভালো হবে সব দিক থেকে। ডায়না... ডায়না যেন আর আমার কাছে না আসে। মাথা তো সব সময় ঠিক থাকে না... কখন কী ঘটে যায়..."

# পাঁচ

“সাহস,” পোয়ারো বলল, “মনে সাহস রাখতে হবে, মাদমোয়াজেল।”

“সব তাহলে সত্যি?” তীক্ষ্ণ হলো ডায়নার গলা। “সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে ও?”

“আমি ডাক্তার নই,” পোয়ারো বলল, “কাউকে পাগল সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার নেই আমার।”

কাছে এসে দাঁড়াল ডায়না। “অ্যাডমিরাল বলছেন, হিউগ পাগল। কর্নেল ফ্রবিশারেরও তাই বিশ্বাস। হিউগ নিজেও ভাবছে ও পাগল। এখন...”

“আপনার কী ধারণা?” বাধা দিয়ে বলল পোয়ারো। ডায়নার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

“আমি? আমি বলছি সে পাগল নয়। সে জন্যই...” থেমে গেল ডায়না।

“আমার কাছে গিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ। আপনার কাছে যাওয়ার আর কোনো কারণ আছে কি?”

“আছে কি না, সেটাই তো ভাবছি,” চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল পোয়ারো।

“কী বলতে চান?”

“স্টিফেন গ্রাহাম কে?” প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল যেন পোয়ারো।

স্থির হয়ে গেল যেন ডায়না। “স্টিভ? ও... একজন মানুষ।” পোয়ারোর হাত চেপে ধরল। “কী আছে আপনার মনে? কী ভাবছেন, বলুন তো? কেন খামোকা ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে?”

“আমি,” রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল পোয়ারো, “আমি নিজেই ভয় পাচ্ছি বলে।”

বড় বড় হয়ে গেল ধূসর-নীল চোখজোড়া। ফিসফিস করে বলল ডায়না, “কিসের ভয়?”

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা সশব্দে ছাড়ল পোয়ারো। “খুনের। খুন ঠেকানোর চেয়ে খুনিকে ধরা অনেক সহজ।”

“খুন!” চেঁচিয়ে উঠল ডায়না। “ভুল করছেন না তো?”

"না," জোর দিয়ে বলল পোয়ারো। "ভুল করছি না।" হঠাৎ কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল ওর। "মাদমোয়াজেল, লাইড ম্যানরে আজকের রাতটা কাটাতে হবে আমার। আপনিও থাকবেন। খুব দরকার। ব্যবস্থা করতে পারবেন?"

"অ্যাঁ! হ্যাঁ, হয়তো পারব। কেন?"

"কারণ, সময় নষ্ট করা যাবে না। মনে সাহস আনুন। যা বলছি করুন। কোনো প্রশ্ন নয়।"

একটা মুহূর্ত কী ভাবল ডায়না। মাথা ঝাঁকাল। ঘুরে হাঁটতে লাগল প্রাসাদের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পোয়ারোও তার পিছু নিল।

লাইব্রেরির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল পোয়ারো। ভেতর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে। ডায়না এবং তিনজন পুরুষের। ঘরটার পাশ কাটিয়ে চওড়া সিঁড়ির গোড়ায় চলে এলো সে। উঠতে শুরু করল।

নির্জন দোতলা। সহজেই হিউগের ঘরটা খুঁজে পেল পোয়ারো। ঘরের কোণে একটা ওয়াশ বেসিন। ঠান্ডা এবং গরম পানির ব্যবস্থা আছে। বেসিনের ওপরে দেয়ালে বসানো একটা কাচের তাক। তাতে নানা রকমের টিউব, শিশি-বোতল।

কাজে লেগে গেল পোয়ারো।

বেশিক্ষণ লাগল না। কাজ শেষ করে নিচে নেমে এলো আবার। লাইব্রেরির দরজায় দেখা হয়ে গেল ডায়নার সঙ্গে। বেরিয়ে আসছে সে।

"ব্যবস্থা হয়ে গেছে," ডায়না জানাল।

পোয়ারোকে লাইব্রেরিতে ডেকে নিলেন অ্যাডমিরাল। দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "দেখুন, মসিয়ে পোয়ারো, এসব আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

"কী সব, অ্যাডমিরাল?"

"ডায়না ম্যানরে রাত কাটাতে চায়। আপনিও নাকি থাকবেন। জোর করেই কথা আদায় করে নিল মেয়েটা। আমি অভদ্র হতে পারিনি..."

"ভদ্রতা-অভদ্রতার কিছু নেই এতে।"

"সত্যি বলছি, অভদ্র হতে পারিনি আমি। কিন্তু ব্যাপারটা একদম পছন্দ না আমার। এসব কেন করছেন, তা-ও বুঝতে পারছি না। কী করতে চাইছেন, বুঝিয়ে বলবেন কি?"

"একটা পরীক্ষা চালাতে চাইছি।"

"কিসের পরীক্ষা?"

"মাফ করবেন। এখন বলা যাবে না..."

"দেখুন, মসিয়ে, আপনাকে এখানে আমি দাওয়াত দিয়ে আনিনি। সত্যি বলতে কী, আগে জানলে আসতেই নিষেধ করতাম..."

"বিশ্বাস করুন, অ্যাডমিরাল," বাধা দিয়ে পোয়ারো বলল, "শুধু মেয়েটাকে সাহায্য করতেই এসেছি আমি এখানে, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ওর অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। আপনি কিছু কথা জানিয়েছেন আমাকে। কর্নেল ফ্রবিশার জানিয়েছেন কিছু। আর কিছু জানিয়েছে হিউগ। এখন আমি নিজে কিছু দেখতে চাই।"

"বুঝলাম। কিন্তু কী দেখতে চান? আমি তো বলছি, দেখার কিছু নেই। রোজ রাতে হিউগের ঘরের দরজায় তালা দিয়ে রাখি। ব্যস, আর কী?"

"অথচ হিউগ বলল, কখনো কখনো সকালে উঠে দরজা খোলা দেখে সে। তালা খোলা।"

"কী বললেন?"

"কেন, সকালে তালা খোলা দেখেননি কখনো?"

ভুরু কোঁচকালেন অ্যাডমিরাল। "দেখেছি। হয়তো জর্জ খুলে দেয়!"

"তালা দিয়ে চাবি রাখেন কোথায়?"

"দরজার পাশে একটা ছোট আলমারি আছে। তার ড্রয়ারে। যে কেউ বের করে নিতে পারে ওখান থেকে।"

"কে কে জানে?

"জর্জ জানে, আর উইদার জানে।"

"উইদার?"

"আমার কাজের লোক। খুব বিশ্বাসী। অনেক বছর ধরে আছে এ বাড়িতে। রাতে নিশিতে পায় হিউগকে, এটুকুই শুধু জানে ও। মাঝেমধ্যে সে-ও হয়তো দরজা খুলে দেয়। কিন্তু এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন?"

অ্যাডমিরালের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল পোয়ারো। "ওই তালার বাড়তি কোনো চাবি আছে?"

"নেই বলেই তো জানি।"

“ইচ্ছে করলেই আরেকটা বানিয়ে নিতে পারে।”

“কে বানাবে? কেন বানাবে?”

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে পোয়ারো বলল, “আপনার ছেলের ধারণা, আরেকটা চাবি কোথাও লুকানো আছে। কোথায়, নিশির ঘোরে ছাড়া মনে করতে পারে না।”

“আমার এসব ভালো লাগছে না, চার্লস,” বলে উঠলেন ঘরের অন্য প্রান্তে বসা ফ্রবিশার। “মেয়েটা...”

“ঠিক আমার মনের কথা,” সঙ্গে সঙ্গে বললেন অ্যাডমিরাল। “মসিয়ে পোয়ারো, আপনি রাত কাটান এখানে, আপত্তি নেই। কিন্তু মেয়েটাকে এর মধ্যে টানবেন না। ও ওর বাড়িতেই থাক।”

“এখানে থাকলে ক্ষতি কী?” মোলায়েম গলা পোয়ারোর।

“খুব রিস্কি,” গলা খাদে নামালেন অ্যাডমিরাল। “এসব কেসে...” কথা শেষ না করে থেমে গেলেন।

“তাতে কী? ডায়নাকে ভালোবাসে হিউগ।”

“আপনি বুঝতে পারছেন না!” চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন অ্যাডমিরাল। “পাগলের কোনো বিশ্বাস আছে? আমি বলছি, রাতে এখানে থাকা উচিত নয় ডায়নার।”

“থাকবে কি না,” পোয়ারো বলল, “ডায়নাই ঠিক করুক। আমার মনে হয় সেটাই ভালো হবে।” লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলো সে।

গাড়িতে বসে আছে ডায়না। পোয়ারোকে দেখেই জানালা দিয়ে মুখ বের করল। “আপনার জন্যই বসে আছি। যাবেন নাকি?”

“কোথায় যাচ্ছেন?”

“গাঁয়ের ভেতরে। রাতে থাকব এখানে, কয়েকটা জিনিস লাগবে, কিনে আনব। ডিনারের আগেই ফিরব।”

“ভালোই হলো,” গাড়িতে উঠতে উঠতে পোয়ারো বলল। “আপনি না গেলে আমাকেই বেরোতে হতো। টুথব্রাশ আর পেস্ট আনতে ভুলে গেছি।”

গাড়ি চালাচ্ছে ডায়না। পাশে পোয়ারো। একটু আগে অ্যাডমিরাল আর কর্নেলের সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে জানাল।

হাসল ডায়না। “বড় বেশি ভয় পাচ্ছেন দু’জন।”

সামনে একটা কেমিস্টের দোকান দেখে পোয়ারো বলল, “একটু রাখুন। আমার জিনিস দুটো কিনে নিয়ে আসি।”

গাড়িতে বসে রইল ডায়না। গাঁয়ের নির্জন রাস্তা। একপাশে কেমিস্টের দোকান। বারবার দোকানের দরজার দিকে তাকাচ্ছে সে। গিয়ে ঢুকেছে তো ঢুকেছেই, আর বেরোনোর নাম করছে না পোয়ারো। একটা টুথব্রাশ আর একটা টিউব পেস্ট কিনতে সময়টা অনেক বেশিই লাগাচ্ছে।

# ছয়

বেশ বড় বেডরুম। ওক কাঠে তৈরি এলিজাবেথ আমলের আসবাবপত্র। খাটে চুপচাপ বসে আছে পোয়ারো। অপেক্ষা করছে। এ ছাড়া আর কিছু করারও নেই। সব ব্যবস্থা করেই রেখে এসেছে।

খুব ভোরে বারান্দায় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ।

আস্তে করে ছিটকিনি খুলে পাল্লা ফাঁক করল পোয়ারো। উঁকি দিল বাইরে। প্যাসেজে দু'জন লোক। মাঝবয়সী। আসলের চেয়ে বয়স বেশি দেখাচ্ছে দু'জনেরই। একজন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার, থমথমে মুখ। আরেকজন কর্নেল ফ্রবিশার, অস্থির। কাঁপছেন।

"একটু আসবেন, মসিয়ে পোয়ারো?" বললেন অ্যাডমিরাল।

ডায়না ম্যাবারলির ঘরের দরজার সামনে পড়ে আছে দেহটা। এলোমেলো সোনালি চুলে আলো এসে পড়েছে। হিউগ চ্যান্ডলার। গভীর ঘুমে অচেতন। নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে বুক। পরনে ড্রেসিং গাউন। স্লিপার দুটো খুলে পড়ে আছে পায়ের কাছে। হাতে একটা বড় ছুরি। ফলাটা ঝকঝকে। এখানে-ওখানে কালচে লাল দাগ লেগে আছে। রক্তের মতো রং।

ছোট্ট একটা চিৎকার বেরোল পোয়ারোর মুখ থেকে। "সর্বনাশ! মিস ম্যাবারলি কেমন আছে?"

"ভালো!" তীক্ষ্ণ শোনাল কর্নেলের গলা। "ওকে ছুঁতে পারেনি!" গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "ডায়না! দরজা খোলো! আমি, জর্জ আঙ্কেল!"

বিড়বিড় করে কী বললেন অ্যাডমিরাল। শেষ কথাটাই শুধু বোঝা গেল, "খোকা, আমার খোকা!"

ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। পাল্লা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়ানো ডায়না। ফ্যাকাশে চেহারা। "কী হয়েছে?" একমুহূর্ত থামল সে। তারপরই যেন ফোয়ারার পানির মতো হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো কথাগুলো, "গত রাতে কেউ আমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে... দরজায় থাবা মেরেছে... হাতল ধরে টানাটানি করেছে... দরজা আঁচড়েছে... ওফ্, মাগো, যেন একটা জানোয়ার..."

“দরজায় তালা দিয়ে রেখে ভালোই করেছিলে!” শীতল চাহনি কর্নেলের, তীক্ষ্ণ গলা।

“মসিয়ে পোয়ারো তালা দিয়ে রাখতে বলেছিলেন,” ডায়না জানাল।

“ওকে তুলুন। ঘরে নিয়ে যান,” হিউগকে দেখিয়ে বলল পোয়ারো।

কর্নেল আর অ্যাডমিরাল এগিয়ে এলেন। দু’দিক থেকে ধরে হিউগকে তুললেন।

চেঁচিয়ে উঠল ডায়না। “আরে, হিউগ! ওর হাতে ওটা কী?”

কেউ জবাব দিল না।

চটচটে তরল রঙিন পদার্থ লেগে আছে হিউগের হাতে। সেদিকে চেয়ে আবার বলল ডায়না, “রক্ত!”

অ্যাডমিরাল তাকালেন পোয়ারোর দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। “মানুষ না, বিড়ালের! নিচে হলরুমে পড়ে আছে। ওটার গলা কেটেই এখানে এসে উঠেছে...”

“এখানে!” ডায়নার গলায় আতঙ্ক। “আমার কাছে!”

নড়েচড়ে উঠল চেয়ারে বসা হিউগ। গোঙানি বেরোল গলা দিয়ে। চোখ মেলে দেখল, চার জোড়া চোখ ওকে দেখছে।

“আপনারা...” কথা আটকে যাচ্ছে। খসখসে গলা। “কী হয়েছে? আমি এখানে...” হাতের ছুরির দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল হিউগ। কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না। তারপর বিড়বিড় করল, “কী করেছি আমি?”

কেউ কিছু বলল না।

একে একে সবার ওপর ঘুরতে থাকল হিউগের চোখ। ডায়নার ওপর এসে থামল। দেয়ালে হেলান দিয়ে সামান্য বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। “আমি ডায়নাকে... ডায়নাকে ছুরি মেরেছি!” বাপের দিকে তাকাল সে।

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল।

হিউগ বলল, “কী হয়েছিল, খুলে বলুন। আমি সব জানতে চাই।”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন সব জানাতে বাধ্য হলেন অ্যাডমিরাল ও কর্নেল। থেমে থেমে কথা বললেন দু’জনে।

সূর্য উঠি উঠি করছে। জানালার বাইরে আলো বাড়ছে। এগিয়ে গেল

পোয়ারো। টেনে সরাল পর্দা। আলো বাড়ল ঘরের ভেতরও।

সামলে নিয়েছে হিউগ চ্যান্ডলার। চেহারা শান্ত। "তাহলে এই ব্যাপার।" স্থির কণ্ঠ।

উঠে দাঁড়াল সে। হাসি হাসি মুখ। আড়মোড়া ভাঙল। "সুন্দর সকাল, না? ভাবছি বনে ঢুকব। এক-আধটা খরগোশ মারতে পারলে মন্দ হয় না।"

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে। বেরিয়ে গেল। সবাই তাকিয়ে আছে তার গমনপথের দিকে।

হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেলেন অ্যাডমিরাল। পা বাড়ালেন। খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন কর্নেল। "না, যেয়ো না। এই ভালো। ওকে ওর পথ বেছে নিতে দাও।"

বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ডায়না। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"ঠিকই বলেছ," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যাডমিরাল। কান্নাজড়ানো কণ্ঠ। "ঠিকই বলেছ, জর্জ... সাহস আছে ওর..."

"আর যা-ই হোক, কাপুরুষ নয়..." কথা আটকে গেল কর্নেলের। মুখ ফেরালেন।

একমুহূর্ত নীরবতা। তারপর হঠাৎ বললেন অ্যাডমিরাল, "কিন্তু... কিন্তু ওই বেলজিয়ানটা গেল কোথায়?"

# সাত

গানরুমে, র‍্যাকের ওপর থেকে ওর বন্দুকটা তুলে নিল হিউগ। গুলি ভরছে, এই সময় হাত পড়ল কাঁধে।

"না!" একটি মাত্র শব্দ। কিন্তু ওই একটি শব্দেই অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেল।

ফিরল হিউগ। নতুন চোখে তাকাল হালকা-পাতলা ছোট্ট মানুষটির দিকে।

"হাত সরান," ভারী গলা হিউগের। "বাধা দেবেন না। আমার পথ আমাকেই বেছে নিতে দিন।"

"না!" আবার বলল পোয়ারো।

"কেন বুঝতে পারছেন না, এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। ভাগ্যিস, দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেছিল ডায়না। নইলে দিয়েছিলাম সেরে।"

"আমার তা মনে হয় না। মিস ম্যাবারলিকে খুন করতে যাননি আপনি।"

"বিড়ালটাকে তো আমিই খুন করেছি, নাকি?"

"না। তোতাপাখি, ভেড়া, কুকুর, কিছুই খুন করেননি।"

পোয়ারোর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হিউগ। বলল, "পাগল কি আপনি, না আমি?"

"আমিও না, আপনিও না," সহজ কণ্ঠে বলল পোয়ারো।

ঠিক এই সময় ঘরে এসে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল আর কর্নেল। তাঁদের পেছনে ডায়না।

"এই লোকটি... বলছে," গলায় জোর নেই হিউগের, "আমি পাগল নই..." আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"আবার বলছি আমি," জোর গলায় বলল পোয়ারো, "আপনি পাগল নন। পুরোপুরি সুস্থ।"

হেসে উঠল হিউগ। খুব মজা পেয়ে গেলে এমনি করেই হাসে বদ্ধ পাগল। "হাহ্ হাহ্ হাহ্! আমি সুস্থ! তাহলে... তাহলে জানোয়ারগুলোর গলা

কাটল কে? কে কাটল তোতাটার গলা? বিড়ালটার গলা কাটল...”

“বলেছি তো, আপনি নন,” বলল পোয়ারো।

“তাহলে কে?”

“এমন কেউ, যে আপনাকে পাগল প্রমাণ করতে চায়। বারবার খুন করে এসে রক্তাক্ত ছুরি কিংবা ক্ষুর ধরিয়ে দিয়েছে আপনার হাতে। বেসিনে রক্তাক্ত হাত আপনি ধোননি, ধুয়েছে সে। যা করতে চলেছেন, সেটা করানোর জন্য।”

পোয়ারোর দিকে চেয়ে রইল হিউগ।

ফ্রবিশারের দিকে ফিরল পোয়ারো। “কর্নেল, অনেক দিন ভারতে কাটিয়েছেন আপনি। বিষ খাইয়ে কিংবা লাগিয়ে পাগল করে দেওয়া হয়েছে, এমন কাউকে দেখেছেন?”

একটু যেন জ্বলে উঠল শীতল চোখ জোড়া। “দেখিনি, তবে শুনেছি। ধুতুরার বিষ খেলে নাকি পাগল হয়ে যায় লোক।”

“ঠিক। ধুতুরার বিষের মতোই ক্রিয়া করে আরেকটা বিষ। অ্যাট্রোপিন। পাওয়া যায় বিষকাঁটালি লতায়। অ্যাট্রোপিন সালফেট আজকাল হরদম ব্যবহার হচ্ছে চোখের অসুখে। ডাক্তারের একটা প্রেসক্রিপশন থাকলে যত খুশি জোগাড় করা যায় ওই ওষুধ। কারও সন্দেহ হবে না। ওষুধ থেকে অ্যালকালয়েড আলাদা করে ফেলা যায় সহজেই। তারপর শেভিং ক্রিমে মিশিয়ে রাখলেই হলো। ওই ক্রিম মুখে মাখলে প্রথমে চামড়া খসখসে হয়ে যাবে। ঘামাচির মতো গোটা বেরোবে। শেভ করতে গেলে কেটে যাবে ওই গোটা। ক্ষতের ওপর ক্রিম লাগালে রক্তে ঢুকে যাবে বিষ। রোগের লক্ষণ দেখা দেবে আস্তে আস্তে। এই যেমন, গলা আর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাবে। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হবে। মতিভ্রম দেখা দেবে। একটা জিনিসকে দুটো-তিনটা দেখবে।” হিউগের দিকে ফিরল পোয়ারো। “এর সবগুলো লক্ষণই দেখা গেছে আপনার মধ্যে। আপনার শেভিং ক্রিমে মেশানো আছে অ্যাট্রোপিন। এটা আমার অনুমান নয়, সত্যি। খানিকটা ক্রিম নিয়ে গিয়েছিলাম গতকাল। পরীক্ষা করিয়েছি কেমিস্টের দোকানে।”

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে হিউগের। কাঁপছে। “কিন্তু কে মেশাল? কেন?”

“একই প্রশ্ন জেগেছিল আমার মনেও,” পোয়ারো বলল। “আপনি মারা গেলে কার কার লাভ, ভাবতে শুরু করলাম। বিশাল এক সম্পত্তির মালিক হবে ডায়না ম্যাবারলি...”

“আমি বেঁচে থাকলেও সে-ই হবে!” গম্ভীর কণ্ঠ হিউগের। রক্ত জমছে মুখে।

“ঠিক,” বলল পোয়ারো। “এবং স্টিফেন গ্রাহামের সঙ্গে বিয়ে হলেও...”

“কী যা তা বলছেন!” চেঁচিয়ে উঠল ডায়না।

“তারপরই মনে এলো ত্রিকোণ প্রেমের কথা,” ডায়নার কথায় কান দিল না পোয়ারো। “দুই পুরুষ, এক নারী।” হিউগের দিকে তাকাল সে। “আপনার মায়ের সঙ্গে প্রেম ছিল কর্নেলের। কিন্তু বিয়ে করে বসলেন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার। সৃষ্টি হলো ঘৃণা...”

“জর্জ!” ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অ্যাডমিরালের চেহারা। “জর্জ, কী বলছে! বিশ্বাস করতে পারছি না!”

পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে আছে হিউগ। চোখ বড় বড়। “তার মানে...” ফিসফিস করে বলল, “আমি... আমি ঘৃণার শিকার...”

“ঘৃণা এবং পাগলামির,” যোগ করল পোয়ারো। গলা তীক্ষ্ণ, স্বর চড়েছে। “সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল এক পাগল। দারুণ কৌশলে নিজের পাগলামি চাপিয়ে দিল আরেকজনের ঘাড়ে। এক ঢিলে কয়েক পাখি মারা আরকি। নিজের পাগলামি লুকানো হলো, প্রতিশোধও নেওয়া হলো।” হঠাৎ করেই ফ্রবিশারের দিকে ঘুরল পোয়ারো। “আপনি জানতেন, হিউগ আপনার ছেলে। ওকে বলেননি কেন সে কথা?”

ধাক্কা খেয়ে যেন এক পা পিছিয়ে গেলেন ফ্রবিশার। “আমি... আমি...” ঢোঁক গিললেন, “শিওর নই... মানে, হতে পারিনি... একবার আমার কাছে ছুটে এসেছিল ক্যারোলিন। কোনো কারণে ভয় পেয়েছিল। ভীষণ ভয়। কিসের, কেন, কখনো জানতে পারিনি। আমার কাছে ছুটে এলো সে... মাথা ঠিক রাখতে পারিনি দু’জনই... অনুশোচনা হলো... পরে বুঝলাম, আমার দূরে চলে যাওয়া উচিত, নইলে আবার ঘটতে পারে ওই ঘটনা... পালালাম ভারতে... ওখানে বসেই খবর পেলাম, হিউগের জন্ম হয়েছে। ফিরে এলাম অনেক দিন পর। ওকে দেখে সন্দেহ যে হয়নি, তা নয়। বড় হলো হিউগ।

একদিন জানলাম, ও পাগল হয়ে যাচ্ছে। আর কোনো সন্দেহ রইল না, ও চার্লসের ছেলে...”

“কেন, কখনো খেয়াল করেননি,” পোয়ারো বলল, “কথা বলার সময় আপনার মতোই মাঝেমধ্যে সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে দেয় হিউগ? ভুরু জোড়া এক করে ফেলে? ওগুলো আপনার কাছ থেকেই পেয়েছে ও। আপনি খেয়াল না করলেও চার্লস চ্যান্ডলার ঠিকই লক্ষ করেছিলেন ব্যাপারটা। তবে এর আগেই পাগলামি মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে তাঁর মধ্যে। আমার বিশ্বাস, তার কোনো পাগলামি কাণ্ড দেখে ফেলেন মিসেস চ্যান্ডলার। আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে ছুটে যান আপনার কাছে। তারপর আবার ম্যানরে ফিরলেন তিনি। এরপর থেকেই ভয় করে চলতেন স্বামীকে। হিউগ আপনার ছেলে, সন্দেহ জাগতেই স্ত্রীকে চাপ দিতে লাগলেন তিনি। জেনে নিলেন সব কথা।

“একদিন স্ত্রীকে নিয়ে নদীতে বেড়াতে গেলেন। নিজে চালিয়ে মাঝনদীতে নিয়ে গেলেন নৌকাটা। আমার তো মনে হয়, ঝড়ে ডোবেনি ওটা। ডুবতে সাহায্য করেছিলেন অ্যাডমিরাল। দিন যেতে লাগল। পাগলামিও বাড়তেই থাকল তাঁর। আপনি চাকরি ছেড়ে চলে এলেন। বাস করতে লাগলেন ম্যানরে। অ্যাডমিরালের পাগলামি তখন চূড়ান্তে। তিনি বুঝতে পারলেন, বেশি দিন আপনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। বাপের যন্ত্রণা তিনি দেখেছেন। তার মতো ঘরে বন্দী হয়ে কাটাতে চাইলেন না। মতলব আঁটতে থাকলেন।

“কিছু কিছু মানসিক রোগী সাংঘাতিক চতুর হয়। অ্যাডমিরালও তেমনি এক পাগল। হিউগকে বলির পাঁঠা বানিয়ে নিলেন, জবাই করা শুরু করলেন খুব ধীরে ধীরে। হিউগ তো আপনার ছেলে, তাঁর কী? এতে কয়েকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে অ্যাডমিরালের— আপনার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে, অন্যের ছেলেকে নিজের বংশ থেকে তাড়ানো হবে, নিজের পাগলামি লুকানো যাবে, আর সেই সঙ্গে মিটানো যাবে রক্তলালসা। পাগল আসলে হিউগ নয়, পাগল হলেন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার। দিনে ভালো থাকেন, রাতে হয়ে ওঠেন রক্তলোভী ভয়াবহ এক পিশাচ।” থামল পোয়ারো।

থমথমে নীরবতা ঘরে।

স্তব্ধ হয়ে আছে শ্রোতারা।

"কেন সন্দেহ করলাম, জানেন?" আবার শুরু করল পোয়ারো। "ডাক্তার। ডাক্তারের প্রতি অনীহা। রোগ টের পেয়ে ছেলেকে যত শিগগিরই সম্ভব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বাবা, এটাই স্বাভাবিক। অথচ খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে হিউগকে ডাক্তার দেখাতে নারাজ অ্যাডমিরাল। কী করে দেখাবেন? ডাক্তার তো দেখেই ধরে ফেলবেন, হিউগ পাগল নয়।"

"পাগল নই! আমি পাগল নই!" ডায়নার দিকে এগোল হিউগ। "ডায়না, মসিয়ে পোয়ারো বলছেন, আমি পাগল নই।"

"আমিও বলছি," বলে উঠলেন কর্নেল ফ্রবিশার। শীতল চোখের কোণে চকচক করছে পানি। "তুই পাগল নোস। আমাদের বংশে কেউ পাগল ছিল না, নেই।"

সামনে বাড়ল ডায়না। "হিউগ..."

শান্ত পায়ে হিউগের কাছে চলে এলেন অ্যাডমিরাল। তাঁর হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বললেন, "সব বাজে কথা, বানানো গল্প। সকালটা বেশ সুন্দর। দেখি, এক-আধটা খরগোশ পাওয়া যায় কি না।"

বেরিয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

পিছু পিছু সবাই বেরিয়ে এলো বাইরে।

খোয়া বিছানো পথ ধরে হেঁটে চলেছেন চার্লস চ্যান্ডলার। আরও ঝুলে পড়েছে কাঁধ। সামান্য নুয়ে পড়েছে মাথা। বন্দুকের ভারও বইতে পারছেন না যেন।

আর সইতে পারলেন না কর্নেল। পা বাড়াতে গেলেন। তাঁর হাত চেপে ধরে আটকাল পোয়ারো, "একটু আগে আপনিই না বললেন, এই-ই ভালো।"

দু'হাতে মুখ ঢাকল ডায়না। ওকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল হিউগ।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার।

নীরবে সেদিকে তাকিয়ে রইল দু'জন পুরুষ : একজন ইংরেজ, আরেকজন বেলজিয়ান।

বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত চেপে রেখেছেন কর্নেল।

বিশাল গোঁফের এক কোণ ধরে আস্তে আস্তে পাক দিচ্ছে পোয়ারো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'জনেই দেখছে অ্যাডমিরালকে।

পার্ক পেরিয়ে বনে গিয়ে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল।

অদৃশ্য হয়ে গেলেন গাছপালার আড়ালে।
কয়েক মিনিট পরেই শোনা গেল গুলির শব্দ।

**সমাপ্ত**

# অনুরোধ

এই ই-বুকটি ReadTranslatedBooks.Blogspot.Com এর সৌজন্যে নির্মিত।

সম্মানিত পাঠক, এই ই-বুকটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ই-বুকটি এডিট করে নিজের নামে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন। এছাড়া ই-বুক নির্মাতার অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো সাইটে ই-বুকটি প্রকাশ করা যাবে না। এমনকি ই-বুকটির কোনো টেক্সটও কপি করা যাবে না। তবে ই-বুকটি 'অবিকৃতভাবে' আরেকজন পাঠকের সাথে সরাসরি শেয়ার করা যাবে।

এই বইটি কপিরাইট আইনের আওতাভুক্ত। তাই এটি সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। বইটি ভালো লেগে থাকলে আজই আপনার নিকটবর্তী বুকস্টল কিংবা হকারের কাছ থেকে হার্ডকপি সংগ্রহ করুন। লেখক অথবা প্রকাশনীর আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

প্রিয় পাঠক, আপনার মাঝে যদি 'সামান্যতম' নীতিবোধ থেকে থাকে, তাহলে উপরের নিয়মগুলো মেনে চলুন। আমরা বিশ্বাস করি, যাঁরা বইপড়ুয়া, তাঁরা সমাজের আর দশটা মানুষ থেকে আলাদা হন।

ধন্যবাদ।

---E-Book Created By---
Md. Ashiqur Rahman